মেহেরপুর ডিবি’র ওসি জেলার শ্রেষ্ট পুলিশ পরিদর্শকের পদকে ভূষিত

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি পরিদর্শক সাইফুল আলম জেলার শ্রেষ্ট পুলিশ পরিদর্শকের পদক ও অর্থ পুরুস্কার পেয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের ড্রীলেশেডে অনুষ্ঠিত মাসিক কল্যাণ সভায় তাকে এ পুরুস্কারে ভূষিত করা হয়। পুলিশ সুপার রাফিউল আলম তার হাতে পদক ও অর্থ তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সারোয়ারসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলার মাদক, অনলাইন জুয়া, গুরুত্বপূর্ণ হত্যা, চুরি ডাকাতিসহ অন্যান্য মামলার তথ্য উদ্ঘাটন, আসামি গ্রেফতার ও মালামাল উদ্ধারে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিসরুপ তাকে জেলার শ্রেষ্ঠ পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে ভূষিত করে পুলিশ বিভাগ। এর আগে মে মাসেও জেলার চৌকস পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে পদক ও অর্থ পেয়েছিলেন এই কর্মকর্তা।

সাইফুল আলম চলতি বছরের মার্চ মাসে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে ফরিদপুর জেলায় ১২ বছর ও শরীয়তপুর জেলাতে ২ বছর চাকুরী করেন তিনি।

সাইফুল আলম ২০০৭ সালের ৩০ তম ব্যাচের আউটসাইড ক্যাডেট হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। চাকরি জীবনে মোট পাঁচ বার রেঞ্জের সেরা অফিসার ও অসংখ্যবার পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের পদক পেয়েছেন তিনি।

তিনি চাকুরী জীবনে ক্লুলেস হত্যা, ডাকাতি, গণধর্ষণ, চাঁদাবাজি, অপহরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য এসব পুরুস্কার পান।

সৌদিতে প্রবাসী গাংনীর কামরুজ্জামানের মৃত্যু

সংসারের সুখসাচ্ছন্দ ও নিজের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে যৌবন বয়সে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের কামরুজ্জামান। ২২ বছরের প্রবাস জীবনে কামরুজ্জামান তার সংসারের সুখ ফেরাতে পারলেও নিজেকে ফেরাতে পারলেন না বাসভূমিতে।

বুধবার সন্ধ্যার দিকে সৌদি আরবের তায়েফের কিং আবদুল্লাহ্ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

কামরুজ্জামানের স্ত্রী রিনা খাতুন এতথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ৬ মাস আগে বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। আবারও প্রবাসে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর মধ্যে ফিরে আসার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু হার্টে সমস্যা দেখা দিলে হাসপাতালে ভর্তি হন। গত শনিবার ওই হাসপাতালে তার হার্টে রিং পরানো হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। হাসপাতাল থেকে বাসাতে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।

কামরুজ্জামান গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের হাজী আব্দুল মান্নানের বড় ছেলে।

সৌদির আইন কানুন অনুযায়ী সব প্রক্রিয়া শেষ করে দেশে আনা হবে কামরুলের মরদেহ।

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিচ্ছে সরকার – ডিসি

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেছেন, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে

শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই করণে এলজিএসপি-৩ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের আওতায় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ এর অগ্রগতি ও অর্জন অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও পায়াকট বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার শাখা কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক মো. আরিফ-উজ-জামান।

এ কর্মশালায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের ডিসষ্টক ফ্যাসিলিটের আখতারুজ্জামান।

কর্মশালায় বলা হয়, গ্রামীণ জনপদের উন্নয়নের নিমিত্তে দেশের সবকটি উপজেলা এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত এ প্রকল্প ২০১৭ সালে শুরু হয়। প্রকল্পটি ২০২২ সাল পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৫ হাজার ৭৪৪ দশমিক ২০ কোটি টাকা।

দিনব্যাপী এ কর্মশালায় গণমাধ্যমকর্মী, নীতিনির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদ, নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উন্নয়নকর্মী, নারী প্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আনন্দ দিয়। আর খেলা করে আনন্দ পাই। এ জন্যই দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ঝাপান খেলা করি।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সামসুল আলম বলেন, চিরায়ত বাংলার ঐহিত্যবাহী এ খেলা দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে। হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে আর এলাকার মানুষকে একটু আনন্দ দিতেই এ আয়োজন।

খেলায় মেহেরপুর বলিয়ার পুর সাপুড়ে দলকে হারিয়ে দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রামের নজু সাপুরের দল প্রথম হয়।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষধর সাপ নিয়ে ঝাপান খেলাটি আয়োজক করেন, দামুড়হুদা সদরের বেগো পাড়ার ভানুমতি।

দর্শনার দোস্ত গ্রামে ৮ম শ্রেনীর অপহৃত ছাত্রী উদ্ধার, অপহরক গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে প্রাইভেট পড়তে যাবার পথে ৮ম শ্রেণীর এক ছাত্রী অপহৃত হয়েছে। এ ঘটনায় মেয়ের পিতা মামলা করায় অপহরক এই গ্রামের মহাসিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সেই সাথে স্কুলছাত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন এবং জবান বন্দি গ্রহণ করেছে বিজ্ঞ আদালত।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের বসুতিপাড়ার আশফাকুর রহমান মিন্টু মোল্লার মেয়ে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী রিয়া খাতুন ১ অক্টোবর বিকাল ৩টার দিকে প্রাইভেট পড়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে দোস্ত বাজারের দিকে যাচ্ছিলো। এসময় রিয়া বাজারের নিকটবর্তী ক্লিনিকের নিকট পৌছুলে এই পাড়ার ছানোয়ার হোসেনের ছেলে মহাসীন মিয়া (১৯) তার লোকজন নিয়ে মাইক্রোবাসে করে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এঘটনায় মেয়ের পিতা বাদি হয়ে মহাসিনকে প্রধান আসামী করে ৫ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা

থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন।

মামলার অন্যআসামীরা হচ্ছেন খোদাবক্স মণ্ডলের ছেলে ছানোয়ার হোসেন, আনোয়ার হোসেন, ছানোয়ারের ছেলে মুস্তাক হোসেন, ও আনোয়ার হোসেনের ছেলে শামীম হোসেন। পুলিশ মঙ্গলবার রাতে দামুড়হুদায় অভিযান চালিয়ে অপহরক মহাসিনকে গ্রেফতারের পাশাপাশি অপহৃত স্কুলছাত্রী উর্দ্ধার করতে সক্ষমত হয়।

গতকাল বুধবার অপহরক মহাসিনকে আদালতে সোপর্দ করলে বিজ্ঞ আদালতের বিচারক তাকে জেলহাযতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

অপর দিকে এ ঘটনায় অপহৃত স্কুলছাত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন এবং বিজ্ঞ আদালতের নিকট জবানবন্দি পেশ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মামলার তদন্তকারী অফিসার এসআই ফজলুর রহমান বলেন, গ্রেফতারকৃতকে আদালতে সোপর্দ এবং স্কুলছাত্রীকে তার অভিভাবকের হেফাজতে দেয়া হয়েছে এবং মামলার বাকি আসামীমের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

দর্শনার ফুলবাড়িতে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী ফুলবাড়ী গ্রাম থেকে ভারতীয় ইয়াবাসহ খাইরুল বাশার (২৮) নামের এক পাচারকারীকে আটক করেছে ৬ বিজিবি। এসময় মাদক পাচার কাজে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি জব্দ করেছে বিজিবি।

আটককৃত খাইরুল বাশার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে।

গতকাল বুধবার দুপুরে ২৬২পিচ ইয়াবাসহ তাকে আটক করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির পরিচালক শাহ মোঃ ইশতিয়াক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে উপজেলার ফুলবাড়ী বিওপির হাবিলদার রায়হান কবির টহল দল নিয়ে সীমান্তের ৮৫/১৭টি পিলার থেকে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফুলবাড়ী দক্ষিনপাড়া তিন রাস্তার মোড়ের অবস্থান নেয়।

এসময় দুপুর ১২টার দিকে এক ব্যক্তিকে মোটরসাইকেল যোগে দর্শনার বুচিতলার দিকে যেতে দেখলে তাকে চ্যালেঞ্জ করে।

বিজিবির উপস্থিতি টেরপেয়ে সে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে টহলদল তাকে মোটরসাইকেলসহ আটক করে। পরে মোটরসাইকেলটি তল্লাশী করে মোটরসাইকেলের সাইট কভারের ভিতর লুকিয়ে রাখা ২৬২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত ট্যাবলেটের মৃল্য দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত টাকা। আটকৃত আসামীকে দর্শনা থানায় সোর্পদ করা হয়েছে।

গাংনীতে গৃহবধুর বিষপান

পারিবারিক কলহের জের ধরে মমতাজ খাতুন (৩৭) নামের এক গৃহবধু বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন। মমতাজ খাতুন গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া এলাকার মহিবুল ইসলামের স্ত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ অক্টোবর) সকাল ৮ টার দিকে পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজ বাড়িতে বিষপান করেন এই গৃহবধু।
মূমূর্ষ অবস্থায় মমতাজকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মাসুদ।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুরে আবারও অভিযান চালিয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও মুজিবনগর থানা পুলিশ। এসময় অনলাইন

জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে সাদ্দাম হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক সাদ্দাম হোসেন আব্দুর রশিদ সর্দারের ছেলে।

মঙ্গলবার রাত ১১ টার দিকে ডিবির ওসি সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সাদ্দামের ব্যবহৃত চারটি এনড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে পুলিশ তাকে আটক করার আগেই টের পেয়ে সে পালাতে না পারলেও জুয়ার সাইট ব্যবহার করা অ্যাপগুলো আগে থেকে আনস্টল করে দেয়।

বুধবার দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তার কাছে থেকে একটি জুয়ার এজেন্ট নাম্বার উদ্ধার করা হয়েছে। পরে বিকালে তাকে মুজিবগরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। এসময় সাদ্দাম হোসেনের ৭দিনের পুলিশি রিমাণ্ড আবেদন করা হয়েছে। পরবর্তি শুনানির দিন রিমাণ্ডের আবেদন শুনানি হবে।

মেহেরপুর ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, আটক সাদ্দাম হোসেনের ৭ দিনের পুলিশি রিমাণ্ড চেয়ে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এনিয়ে পুলিশ গত এক মাসে জুয়ার সাথে জড়িত ৬ জনকে আটক করলো। তারা হলেন বদরুদ্দোজা রয়েল, নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী, মোস্তাফিজুর রহমান সুমন এবং সাদ্দাম হোসেন।

আর পড়ুন: মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

তবে পুলিশের এজাহার ভুক্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা অনলাইন জুয়ার মামলার ১৫ আসামি এখনো অধরা রয়েছেন। গত ২৫ আগস্ট তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলা দায়েরের দেড় মাস হতে চললেও ওই ১৫ জনের কেউ এখনো আটক হয়নি। ফলে অনলাইন জুয়া কার্যক্রম তারা বিভিন্ন স্থান থেকে চালিয়ে যাচ্ছে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২৪ আগস্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েলকে আটক করার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জড়িত নাম স্বীকার করে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আরও পড়ুন: ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

কোমরপুর গ্রামের সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান ওরফে নবাব,

গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের ছেলে শামীম, একই গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

মাস্টার মাইণ্ড খ্যাত বেশ কয়েকজন এখনো ধরাছোয়ার বাইরে রয়েছেন। যাদের নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে গত দুই পর্বে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। সম্প্রতি আটক সাদ্দাম হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশিত অনলাইন জুয়ার হোতাদের একজন প্রশিক্ষিত মাস্টার এজেন্ট বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে তথ্য রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রাশিয়ায় পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের কয়েকজন জনপ্রতিনিধি, কয়েকজন শীর্ষ ছাত্র নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা।

আরও পড়ুন: মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল একের পর এক অনলাইন জুঁয়ার দূর্গে হানা দেওয়া শুরু করেছেন। এদিকে ডিবির অভিযানে ওই দুই জুয়াড়ি গ্রেফতারের পর বাকিরা এলাকা থেকে গাঁ ঢাকা দিয়েছে বলে জানান ডিবি

পুলিশের একটি সুত্র।

গোয়েন্দা সংসস্থার মতে, মেহেরপুর জেলাতে কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছেনা অনলাইন জুয়ার। রাতারাতিই কোটিপতি বনে যাচ্ছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে।
বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত। এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছেন। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।
জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, মেল বেট, লাইন বেটসহ বেশ কয়েকটি সাইটের মাধ্যমে এ জুয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

আরও পুড়ুন: অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

সুত্রটি জানান, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

এছাড়া মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত সম্পদের পরিমান। আগামীতে অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইণ্ড হিসেবে যারা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের সম্পদের বিস্তারিত নিয়ে প্রকাশ করা হবে। (চলবে…)

মেহেরপুরে ভক্ত ও অনুরাগীদের অশ্রুজলে বিদায় দেবী দূর্গা

পান-সিদুঁর আর মিষ্টিমুখ করিয়ে চারদিনের আনন্দ শেষে অশ্রুজলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিদায় দিলেন দূর্গা দেবীকে।

সনাতন ধর্মের হাজারো ভক্ত অনুরাগীদের চোখের জলে ভাসিয়ে এবার দেবী দুর্গা ফিরলেন নৌকায়। দেবী দুর্গা এবার কৈলাশ থেকে সপরিবারে মর্ত্যলোকে এসেছিলেন গজে(হাতি)চড়ে।

বুধবার বিকেল ৩টা থেকে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জনের আনুষ্ঠানিকতা। সন্ধ্যা হতে না হতেই নীল আকাশের বর্ণিল আলোর মাঝেই বেজে উঠলো ঢাকের তাল। সাথে হাজারো নারী পুরুষের উলুধ্বনি আর ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে মেহেরপুরের সনাতন ধর্মালম্বীরা মেতে উঠলো প্রতিমা বিসর্জনে।

মনের কলুসতাকে ঝেড়ে ফেলে পৃথিবী হবে সম্প্রীতির ও সুন্দর—এই প্রার্থনায় আগামী বছরের অপেক্ষায় দেবী দুর্গাকে বিদায় জানান সনাতন ধর্মাবলম্বীরা।

ভৈরব নদ, গাংনীর ভাটপাড়া কাজলা নদী, সেউটিয়ার মড়কাতে, ও মাথাভাঙ্গাসহ বিভিন্ন নদীতে দেবী এলেন, তারপর সমস্ত অশুভ শক্তি নাশ করে নৌকায় চেপে ফিরলেন কৈলাশে।

তেল-সিঁদুর পরিয়ে, পান, মিষ্টি মুখে দিয়ে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে মেহেরপুর শহরের ভৈরবের তীরে ভিড় করেন হাজারো ভক্ত ও অনুরাগীরা।

প্রতিমা বিসর্জন অনুষ্ঠানে শুধু সনাতন ধর্মালম্বীরা নয়, নানা ধর্ম, শ্রেণি, পেশার হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে ভৈরব নদের তীর পরিণত হয় মিলনমেলায় ।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, নবমী পূজা সম্পন্নের পর মর্ত্য ছেড়ে নিজ আলয়ে যাত্রা করেন দেবী দুর্গা।

চণ্ডীপাঠ, বোধন ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে গত ১ অক্টোবর থেকে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়।

ষষ্ঠী তিথিতে বেলতলায় দেবীর নিদ্রাভঙ্গের বন্দনায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যে উৎসবের সূচনা হয়েছিল তার সাঙ্গ হলো বুধবার বিজয়া দশমীতে।

পরবর্তী ৪ দিন মেহেরপুর জেলা শহরসহ জেলার ৩৭ টি পূজামন্ডপে পূজা- অর্চনায় ভক্তরা দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

মেহেরপুর শহরের হালদারপাড়া এলাকার কৈলাশ হালদার ও মেলি রানী বলেন, মাকে হাসিমুখে বিদায় দিতে পারলাম, এটাই আনন্দ।সকলের শান্তি কামনা করেছি মায়ের কাছে। আমরা তো সব সময় এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করি।

প্রতিমা বিসর্জনের পর গাংনী পুজা উৎযাপন কমিটির নেতা ধীরেন কুমার দাশ বলেন, করোনার কারনে দূর্গা পুজা অর্চনা করা সম্ভব হয়নি।দুই বছর পর উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা দুর্গাপূজা পালন করতে পারলাম।

শাস্ত্রমতে, বিজয়া দশমীর সকালে অঞ্জলির পর থেকে থেকে নগরীর বিভিন্ন মণ্ডপে দেবী দুর্গাকে তেল সিঁদুর আর পান চিনিতে অশ্রু সজল নয়নে বিদায় জানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। দুপুর থেকে ট্রাকে কিংবা ভ্যানে করে দেবী দুর্গার প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় নদীর বিভিন্ন স্থানে।